দৌলতপুরে মৃত ব্যক্তির নামে খাদ্য কর্মসূচির চাল উত্তোলন

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় ১৯৩ জন ভোক্তার সংখ্যা আছে। সেই তালিকায় থাকা এক মৃত ব্যক্তির নামে দেড় বছর চাল উত্তোলনের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ প্রেক্ষিতে গত ৩ মে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের স্বাক্ষরিত এক আদেশে ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা এবং উপজেলা খাদ্যগুদামের সাব ইন্সপেক্টরকে তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জানান, তদন্ত প্রতিবেদন জমা হয়েছে কিনা এই মুহুর্তে বলতে পারছিনা। যদি তদন্তে ঘটনার সত্যতা পাওয়া যায় তবে, উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

জানা যায়, ২০১৬ সালে সারা দেশের ন্যায় দৌলতপুর উপজেলার ৫নং রামকৃঞ্চপুর ইউনিয়নেও খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকা ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে তৈরি করা হয়। এবং উক্ত তালিকা অনুযায়ী বছরে ৫ বার ১০ টাকা কেজি দরে ৩০ কেজি করে চাল ১৯৩ জন পরিবারের মধ্যে দেওয়া হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে অনেকেই আছে এ পর্যন্ত এক থেকে দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন।

এমনকি ক্রমিক নম্বর ২০ নবীর উদ্দিন, পিতা মৃত দানেশ দফাদার দেড় বছর পূর্বে মৃত্যু বরন করেছেন। কিন্তু তার নামের চাল গত ১৬ এপ্রিল উত্তোলন করা হয়েছে। আরও জানা যায়, ক্রমিক নম্বর ৫৫ সোলাইমান মন্ডল, পিতা ইউনুস আলী নিজে এ পর্যন্ত মাত্র দুইবার চাল উত্তোলন করেছেন। কিন্তু প্রতিবার চাল উত্তোলন করা সিটে তার চাল উত্তোলন দেখানো হয়েছে।

এছাড়াও ৬৮ ক্রমিকের টগরজান, স্বামী রবিউল ইসলাম এবং ৭০ ক্রমিকের রবিউল ইসলাম, পিতা ফজলুর রহমান উভয়ে স্বামী স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও তাদের নাম একই তালিকায় পাওয়া গেছে। ক্রমিক নম্বর ১৮ সাজেদা খাতুন, স্বামী তুজাম, ক্রমিক নম্বর ৩০ টগরজান খাতুন, স্বামী

আনারুল, ক্রমিক নম্বর ৪৪ হামেদ শেখ, পিতা করিম শেখ, ক্রমিক নম্বর ৫৬ ইস্তাহার আলী, পিতা আরজান সর্দার এই চারজনের খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের নামে ভিজিডি কার্ড আছে বলে তদন্তে সত্যতা পাওয়া গেছে।

খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার মো. মাসুদুর বলেন, কেউ মৃত্যু বরণ করলে কিংবা অন্য কোন তালিকায় একই ব্যক্তির নাম থাকলে সেটা দেখার দায়িত্ব ইউনিয়ন চেয়ারম্যানের। আমার দায়িত্ব শুধুমাত্র সরকারি চাল ডিও করে এনে কার্ডধারীদের মধ্যে বন্টন করে দেওয়া।

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অুনষ্ঠিত

কুষ্টিয়ায় ডেঙ্গু প্রতিরোধে বিশেষ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকালে কুষ্টিয়া পৌর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এ সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন।

এসময় তিনি বলেন, দেশের এই ক্লান্তিলগ্নে করোনা মোকাবেলার পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে কাজ করতে হবে। ভারতীয় এক প্রতিবেদনে দেখা যায় আমাদের দেশে করোনার রোগের পাশাপাশি ডেঙ্গু রোগের আক্রান্ত হচ্ছে। ডেঙ্গু দমনের জন্য এখনি স্ব স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, গত বছরের ডেঙ্গু প্রতিরোধে কুষ্টিয়া পৌরসভার যেভাবে পরিকল্পনা মাপিক কার্যক্রম পরিচালিত করছিলো আশা করি এবারো তা অব্যাহত থাকবে।

একই সাথে স্বস্ব ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তাদেরকে নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কাজ করাসহ যদি নিজ আঙ্গিনা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতায় সকলকে নিজ নিজ জায়গা থেকে এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র আনোয়ার আলীর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায়

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার, কুষ্টিয়ার উপ-পরিচালক মৃনাল কান্তি দে, কুষ্টিয়া পৌরসভার প্যানেল অব মেয়র-০১ মতিয়ার রহমান মজনু, প্যানেল অব মেয়র-০২ সাইফ-উল-হক মুরাদ, কাউন্সিলর আনিছ কোরাইশী।

বিশেষ অতিথির বক্তবে মৃনাল কান্তি দে বলেন, বৈশিষ এই করোনা মহামরী আমরা এর আগে দেখিনি। করোনা যুদ্ধে স্ব স্ব অবস্থান থেকে আমরা জনগনের সেবা করে যাচ্ছি । ডেঙ্গু প্রতিরোধে আমরা প্রত্যেকে দায়িক্ত ও কর্তব্যে প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে কাজ করলে সমস্যা হবে না। গত বছরের ন্যায় কুষ্টিয়া পৌরসভা এবছরও ডেঙ্গু প্রতিরোধে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি ডেঙ্গু প্রতিরোধে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত করবে বলে আমি আশা করি। এবিষয়ে কুষ্টিয়া পৌরসভাকে সহযোগিতার করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে মেয়র আনোয়ার আলী বলেন, বৈশ্বিক মহামারীতে বিশ্বে উন্নত দেশগুলোতে করোনা মোকাবেলায় হিমশিম খাচ্ছে। আমাদের দেশেও প্রতিদিন করোনা রুগী বেড়েই চলেছে। এর মধ্যে ডেঙ্গু প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে না পারে সেজন্য ১ লা জানুয়ারী থেকে আমারা বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করি। এর মধ্যে ৮টি ফগার মেশিন দিয়ে পর্যায় ক্রমে ২১ টি ওয়ার্ডে কীট ছেটানো হচ্ছে। এছাড়াও অতিরিক্ত লোকবল নিয়োগ করে ২১ টি স্প্রে মেশিন দিয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলদের সহযোগিতায় এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমে সহযোগিতা করার জন্য কুষ্টিয়ার বিশিষ্ট চিকিৎসাবিদ ডাঃ একেএম মুনিরকে ধন্যবাদ জানান।

তিনি এবিষয়ে পৌরবাসীর সার্বিক সহযোগীতা কামনা করেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী রবিউল ইসলাম।

পরে ফগার ও স্প্রে মেশিন দিয়ে মশক নিধন অভিযান উদ্বোধন করেন কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক আসলাম হোসেন।

গাংনীতে ধান কেটে কৃষকের বাড়িতে পৌঁছে দিলেন স্বেচ্ছাসেবক লীগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা গ্রামে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা কৃষকের ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করছেন।

গতকাল রোববার সকাল ১০ টার দিকে হাড়াভাঙ্গা দাড়ি পোড়ার মাঠে স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতাকর্মীরা খেজমত আলী নামক প্রবাসীর ধান কেটে বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

এ সময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ধানকাটা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন, জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র নির্দেশে অসহায় গরীব চাষীদের ফসল তাদের ঘরে তুলে দেওয়ার যে
নির্দেশনা তারই ধারাবাহিকতায় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদস্যরা নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ডক্টর সেফটি বক্স স্থাপন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবা নিতে আসা রোগীদের করোনা ও ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত করার জন্য ডক্টরস সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগের সম্মুখে টিকিট কাউন্টারের সাথে চিকিৎসকদের জন্য সেফটি বক্স স্থাপন করা হয়।

গতকাল রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দীন প্রধান হিসেবে উপস্থিত থেকে সেফটি বক্সের উদ্বোধন করেন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা রিয়াজুল আলমের সভাপতিত্বে আবাসিক মেডিকেল অফিসার সাদিয়া সুলতানা, স্বাস্থ্য প্রকৌশল খুলনা বিভাগীয় তত্বাবধায়ক কাজী সামসুল আলম, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক প্রকৌশলী জলিলুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা আঞ্চলিক প্রকৌশলী গরেশ চন্দ্র সিংহ উপস্থিত ছিলেন।

সেফটি বক্সের মধ্যে থেকেই রোগীদের কোন স্পর্শ ছাড়ায় কথাবার্তা বলতে পারবেন এবং রোগীদের সকল ধরনের সেবা দিতে পারবেন। এতে চিকিসকদের চিকিৎসা দিতে কোন প্রকার আপত্তি থাকবে না। চিকিৎসক কিংবা রোগী সকলেই শতভাগ সুরক্ষিত থাকবেন। একই সাথে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এ বক্স স্থাপন ও উদ্বোধন করা হয়েছে।

মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করতেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ্য।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নুমুনা পাঠাই পরিক্ষার জন্য। সে পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ২২ এপ্রিল

প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছি। তারা নিয়মিত আমার খোজ খবর রাখতো। আল্লাহর রহমতে খুব অল্পদিনেই আমি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অপর একজন হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের রাশেদুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় পলি ফার্মেসীতে ডা. অলোক কুমার এর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। গত ৩০ এপ্রিল রাশেদুল ইসলামের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। এর পর থেকেই তিনি বাড়িবাঁকা নিজ বাড়িতে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই মাত্র ১৪ দিনেই জয় করে করোনা ভাইরাসকে।

গত ১৪ মে রাশেদুল ইসলামের নমুনা পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুনরায় পরিক্ষা করা হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ হয়। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমার করোনা পজিটিভ হওয়ার পর নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারিন্টিনে ছিলাম। ভেঙে না পড়ে আত্মবিশ্বাস রেখে শরীরের প্রতি যত্ন নিতাম। নিয়মিত ব্যায়াম করতাম, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতাম, ভিামিন যুক্ত খাবার খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিাস্থতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ্য হয়েছে।

আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে।

সেই সাথে যারা সুস্থ্য হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা হয়েছে। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্যতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

চুয়াডাঙ্গার কুলপালায় সামাজিক দুরুত্ব বজায় রেখে ইফতার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গা থানার ১৪ নং চিৎলা ইউনিয়ন কুলপালা গ্রামে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইফতারের আয়োজন করা হয়।

চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক জনাব শাহ্ আল ইমরানের উদ্যোগে গ্রামবাসী মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এই ইফতারের আয়োজন করেন।

প্রায় শতাধিক লোকের মাঝে এই ইফতারি বিতরণ করা হয়।

”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

“সমাজের কল্যাণে মানবতার পাশে” প্রতিপাদ্য নিয়ে ফেসবুক গ্রুপ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠণ ”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ১১২জনকে ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার সময় মেহেরপুর সদর উপজেলার মল্লিক পাড়ার মরহুম এডভোকেট রুস্তম আলীর বাড়িতে ফেসবুক গ্রুপ ভিত্তিক সামাজিক সংগঠণ ”বাড়ি মেহেরপুর” এর কার্যালয় থেকে সামাজিক ও শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখেই ঈদ উপহার বিতরণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, গত মার্চ মাসেও করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ উপলক্ষ্যে গরিব অসহায় ১০০জনকে ত্রাণ সহায়তা প্রদাণ করা হয়েছিল।

”বাড়ি মেহেরপুর” এর উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণের সময় উপস্থিত ছিলেন- মোছাঃ নূরজাহান পারভীন, আসাদুজ্জামান খাঁন রাজ (এডমিন), তানভীর রহমান (মডেরেটর), সদস্য- নূর মোহাম্মদ খাঁন, রাজু আহাম্মদ, এম. এ মাবুদ, এম. সোহেল রানা, তুষার, সোহেল ইসলাম, মফিজুল ইসলাম প্রমুখ।

মেহেরপুরে দোকানপাট কাল থেকে বন্ধ

কাল থেকে আবার মেহেরপুরের দোকানপাট ও শপিংমল বন্ধ থাকবে। নিত্য প্রয়োজনীয় পন্য ও ওষুধের দোকান ব্যাতিত সব ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট বন্ধ করার ঘোষনা দিয়েছে জেলা প্রশাসক।

আজ রবিবার মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের মিডিয়া সেল থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়। জেলা প্রশাসক আতাউল গনি তার ফেসবুক পোষ্টে এ সংক্রান্ত একটি বিবৃতি দিয়েছেন।

ফেসবুক পোষ্টটি তুলে ধরা হলো: করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে জেলা কমিটির সভায় মেহেরপুর জেলার জনসাধারণের স্বাস্থ্য ও জীবন রক্ষার লক্ষ্যে আগামীকাল ১৮.০৫.২০২০ খ্রি. হতে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দোকান ব্যতীত মেহেরপুর জেলার সকল দোকানপাট বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

মেপ্র/এমএফআর

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে করোনায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়ালো ৩২৮ জনে। আজ রবিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে এ তথ্য জানান স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে দেশে এক হাজার ২৭৩ জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট শনাক্ত হলেন ২২ হাজার ২৬৮ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় মোট সুস্থ হয়েছেন ২৫৬ জন। এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট সুস্থ হলেন চার হাজার ৩৭৩ জন।

এর আগে গত ডিসেম্বরে চীনের উহানে করোনাভাইরাসের আঘাত আসে। এরপর এটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিশ্বব্যাপী করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ১২৭৩ জনের করোনা শনাক্ত

গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে আরও ১২৭৩ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ২২ হাজার ২৬৮ জনে।

আজ রবিবার দুপুরে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে স্বাস্থ্য বুলেটিনে স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

করোনাভাইরাসে (কোভিড-১৯) আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে ভাইরাসটিতে মোট ৩২৮ জন মারা গেলেন।